সংবাদ

তারিখ 24 JUL 2007
পৃঃ ১৩ কলাম ১

মহাশূন্যে ভাসবে রফিকুল

যুক্তরাষ্ট্রের হিউস্টনে অবস্থিত ওয়ার্ল্ড স্পেস উইক এসোসিয়েশনের জিরো গ্রাভিটি ফ্লাইট বা শূন্য অভিকর্ষ ভ্রমণ কার্যক্রমে এ বছর বাংলাদেশ থেকে একজন ছাত্র নির্বাচিত হয়েছে। ভাগ্যবান এ ছাত্রের নাম রফিকুল ইসলাম। সে কুষ্টিয়া জেলার কুমারখালী থানার পান্টি ডিগ্রি কলেজের বিজ্ঞান বিভাগের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র। ওয়ার্ল্ড স্পেস উইক এসোসিয়েশন জাতিসংঘের অনুমোদিত একটি সংগঠন, যেটি বিশ্বের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে মহাকাশ বিজ্ঞান চর্চা ও এর জনপ্রিয়তা ছড়িয়ে দেয়ার লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। এ সংগঠনটি ২০০৬ সাল থেকে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে চরম আর্থিক দৈন্যতার মধ্যে জীবনযাপনরত মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের বিনামূল্যে শূন্য অভিকর্ষ ভ্রমণের ব্যবস্থা করছে। এ বছর বাংলাদেশ, থাইল্যান্ড, কলম্বিয়া ও চেক রিপাবলিক- এ দেশগুলো থেকে ৪ ছাত্রছাত্রীকে নির্বাচিত করা হয়েছে। আগামী ৬ অক্টোবর এদের যুক্তরাষ্ট্রের নেভাদা অঙ্গরাজ্যের লাসভেগাস থেকে বিশেষ প্লেনে করে ভূমি থেকে প্রায় ৪৫ হাজার ফুট উপরে কয়েকটি প্যারাবোলিক ফ্লাইটের মাধ্যমে শূন্য অভিকর্ষ সৃষ্টি করা হবে এবং এর ভেতরের ছাত্রছাত্রীরা প্রতি ফ্লাইটে ২০/২৫ সেকেন্ডের জন্য পাখির মতো ভাসতে থাকবে। এটি একটি অনন্য শিহরণমূলক অনুভূতি, যা গত ২৬ এপ্রিল শারীরিক প্রতিবন্ধী বিখ্যাত জ্যোতি পদার্থবিদ স্টিফেন হকিং যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডা থেকে একটি শূন্য অভিকর্ষের বিমান ভ্রমণে উপভোগ করেন।

বাংলাদেশের কোন এক ছাত্রকে এ শূন্য অভিকর্ষ ভ্রমণের সুযোগ করে দেয়া বাংলাদেশ এস্ট্রোনমিক্যাল সোসাইটির জেনারেল সেক্রেটারি এফআর সরকারের ব্যক্তিগত উদ্যোগের জন্য সম্ভব হয়েছে। এফআর সরকার ওয়ার্ল্ড স্পেস উইক এসোসিয়েশন বোর্ডের একজন ডিরেক্টর ও কো-অর্ডিনেটর। তিনি এ এসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট ও নাসার জনসন স্পেস সেন্টারের উর্ধ্বতন কর্মকর্তা ডেনিস স্টোনকে অনুরোধ জানানোর পর বাংলাদেশ থেকে একজন ছাত্রকে মহাকাশ ভ্রমণের সুযোগ দেয়া হয়। সেই লক্ষ্যে গত মাসে প্রথম আলো পত্রিকার বিজ্ঞান প্রজন্ম পাতায় ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে আবেদনপত্র আহ্বান করা হয়। মোট ২০৫টি আবেদনপত্র পাওয়া যায়, এর মধ্যে প্রাথমিক বাছাইতে ২ জনের আবেদন ওয়ার্ল্ড স্পেস উইক এসোসিয়েশনে পাঠানো হয়। সেখানে রফিকুল ইসলাম মনোনীত হয়।

প্রথম আলোর বিজ্ঞান প্রজন্ম পাতার সম্পাদক এবং বাংলাদেশের প্রখ্যাত বিজ্ঞান সংগঠক মুনীর হাসানকে নির্বাচিত ছাত্রটির অভিভাবক হিসেবে এ সফরের জন্য মনোনীত করা হয়েছে। মুনীর হাসান ও রফিকুল ইসলাম আগামী ৪ অক্টোবর নেভাদার লাসভেগাসে পৌঁছবেন এবং সেখানে ওয়ার্ল্ড স্পেস উইক এসোসিয়েশনের কর্মকর্তারা তাদের ৩ দিনের হোটেল ব্যবস্থাসহ আনুষঙ্গিক সুবিধাদি দেবেন। এ সময়ে রফিকুলকে প্রাথমিক কিছু প্রশিক্ষণ দিয়ে ৬ অক্টোবর মোহাবি মরুভূমির উপরে বিশেষ প্লেনে করে নির্বাচিত ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে জিরো গ্রাভিটি ফ্লাইট পরিচালনা করা হবে এবং আকাশে তারা শূন্য অভিকর্ষে ভেসে থাকার রোমাঞ্চকর শিহরণ অনুভব করবে। বাংলাদেশের জন্য এটি হবে একটি অভূতপূর্ব ঘটনা এবং সেই সঙ্গে মহাশূন্য ভ্রমণের একটি প্রথম ঐতিহাসিক সুযোগ, যা দেশের পরবর্তী প্রজন্মকে মহাকাশ গবেষণা ও অভিযানের প্রতি আরও বেশি সচেতন এবং উৎসাহী করে তুলবে। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি।